ব্রি ধান১১০ | সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১১০ এর কৌলিক সারি আইআর১৬এফ১১৪৮। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) তে ২০১৩ সালে আইআর২৬২ এর সাথে পিআর৩০২৪৫-১০-৪১৪ এর সংকরায়ণ করে এবং পরবর্তীতে বাল্ক ব্রিডিং মেথড এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। বিগত ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উল্লিখিত কৌলিক সারিটি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) হতে এনে নিজস্ব গবেষণা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি ব্রি'র গবেষণা মাঠে চার (৪) বছর ধরে হোমোজাইগোসিটি আনায়ন এবং ফলন পরীক্ষার পর ২০২০ এবং ২০২১ সালে দেশের বিভিন্ন বন্যা প্রবণ এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) বন্যা প্রবন এলাকার কৃষকের মাঠে এবং নিয়ন্ত্রিত জলমগ্ন পরিবেশে সন্তোষজনক ফলাফল প্রদান করায় ১১/৩/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৩ তম সভায় এ কৌলিক সারিটি রোপা আমন মওসুমের স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বন্যা বা জলমগ্নতা সহনশীল জাত হিসাবে ছাড়করণ করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান১১০ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- এ জাতটি প্রায় তিন সপ্তাহের আকস্মিক বন্যা সহ্য করতে পারে।
- এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, গাঢ় সবুজ, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২০ সে. মি.।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ১৯.৯গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা।
- দানায় মধ্যম মাত্রার এ্যামাইলোজ বিদ্যমান।
- প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৮ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে, নরম ও সুস্বাদু।
- জাতটির গড় জীবনকাল বন্যা মুক্ত পরিবেশে ১২৩ দিন এবং তিন সপ্তাহের বন্যায় ১৪০ দিন।
- এ জাতের ধানের দানার অগ্রভাগে এবং গাছের গোড়ার দিকের লিফশিথে কালচে গোলাপী বর্ণ বিদ্যমান।

ব্রি ধান১১০

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকার উপযোগী স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বিনা ধান১১ (১২৩-১২৫ দিন) জাত এর চেয়ে ২০.৫০% বেশি ফলন দিতে সক্ষম। বন্যা মুক্ত এলাকার জন্যও এ জাতটি চাষাবাদযোগ্য।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১২৩ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১১০ এর গড় ফলন বন্যামুক্ত এলাকায় ৬.০ টন/হে. এবং বন্যা আক্রান্ত হলে ৫.০ টন/হে. গড় ফলন দিতে সক্ষম। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে গড়ে ৬.৬৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১১০ রোপা আমন মওসুমের দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ (১৭-৩১ আষাঢ়)।

২. **চারার বয়স:** ২০-২৫ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী আমন ধানের জাতের চেয়ে ভিন্ন।

৫.১	ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
	২০	৭	১১	৭.৫	১

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় তিন কিস্তি ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি, সবটুকু টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং অর্ধেক পরিমান এমওপিসার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি রোপনের ১৫-২০ দিন পর অর্থাৎ গোছায় কুশি দেখা দিলে এবং ইউরিয়া সারের ৩য় কিস্তি এবং বাকি অর্ধেক পরিমান এমওপি রোপনের ৩৫-৪০ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। বন্যা প্রবণ এলাকায়, বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৭-১০ দিন পর ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি (প্রথম উপরি প্রয়োগ) এবং ২০-২৫ দিন পর ইউরিয়া সারের তৃতীয় কিস্তি (দ্বিতীয় উপরি-প্রয়োগ) এবং বাকি অর্ধেক পরিমান এমপি প্রয়োগ করা যেতে পারে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, জমির উর্বরতা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী সারের মাত্রা কম বেশি হতে পারে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

৬. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: ব্রি ধান১১০ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত।

৭. আগাছা দমন: চারা রোপণের পর অন্তত ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থাপনা: রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন।

৯. ফসল কাটা: ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১০ কার্তিক থেকে ১ অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১ নভেম্বর-১৫ নভেম্বর। শিষের ৮০% ধান সোনালী রং ধারন করলে ধান কেটে মাড়াই করে শুকিয়ে (১৪% আদ্রতায়) নিতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd